গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০০২.০১৫.০০.০০.০২৪.২০১০(অংশ-১)- ১১৫

তারিখ ঃ ১৩ মাঘ ১৪২১ / ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

বিষয়ঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের নীতিমালা সংশোধন।

দেশের সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিগত ০৯/১২/২০১২ তারিখের ১৪২৫ নং এবং পরবর্তীতে ১৬/০৬/২০১৩ তারিখের ৭০২ ও ৭০৩ এবং ০৭/১০/২০১৩ তারিখের ১১০৬ স্মারকমূলে জারীকৃত নীতিমালার কয়েকটি অনুচ্ছেদ পুনরায় নিম্নরূপে সংযোজন/ সংশোধন/ প্রতিস্থাপন করা হইলঃ

অনুচ্ছেদ নং	বিদ্যমান নীতিমালা	সংযোজন/ সংশোধন/ প্রতিস্থাপন
০৫	**৫। বাছাই ও নিয়োগ কমিটি গঠনঃ** প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপভাবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই ও নিয়োগ কমিটি গঠন করিতে হইবেঃ (১) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি-সভাপতি (২) উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য -সদস্য (৩) সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-সদস্য-সচিব	৫। পূর্বতন কমিটি বাতিল পূর্বক উপজেলা ভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে ঃ ০১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা- সভাপতি ০২. মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি- সদস্য ০৩. মাননীয় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি- সদস্য ০৪. এসএমসি-র সভাপতি- সদস্য ০৫. সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- সদস্য ০৬. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা- সদস্য সচিব যে সকল বিভাগীয় শহর বা মহানগরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাই, সেইসকল বিভাগীয় শহর বা মহানগরীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি) সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।
৭ (২)	৭ (২) বাছাই ও নিয়োগ কমিটি বৈধ আবেদনকারীদের ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক শারীরিকভাবে যোগ্য ৩ (তিন) জনের একটি প্যানেল প্রস্তুত করিয়া নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করিবে। পার্বত্য জেলাসমূহের ক্ষেত্রে ইহা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা পরিষদে প্রেরণ করিতে হইবে।	৭ (২)। বাছাই ও নিয়োগ কমিটি বৈধ আবেদনকারীদের মধ্য হইতে নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ০৩ (তিন) জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে। তালিকাভূক্ত ০৩ (তিন) জনের প্রত্যেকেই সমান যোগ্যতা সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত তালিকা হইতে মাননীয় সংসদ সদস্য একজনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবেন। মাননীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। মাননীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশ প্রাপ্তির পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনোনীত প্রার্থীর নাম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে পত্র যোগে জানাইয়া দিবেন। পার্বত্য জেলাসমূহের ক্ষেত্রেও এই নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে। এক্ষেত্রে নীতিমালার ৭ (৩), ৭ (৪), ৭ (৫), ৭ (৬) ও ৭ (৮) প্রযোজ্য হইবে না। তবে নীতিমালার ৭ (৭) ও ৭ (৯) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকিবে।
৭ (৫)	৭ (৫) বাছাই ও নিয়োগ কমিটি নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদিত প্রার্থীকে কিংবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা দিক-নির্দেশনা না পাইলে মেধা তালিকার প্রথম ক্রমিকের প্রার্থীকে নির্ধারিত মাসিক সেবামূল্য ও চুক্তিনামার শর্তাবলী সাপেক্ষে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে যোগদানের অনুরোধ জানাইয়া তফসিলে বর্ণিত চুক্তিনামার নমুনাসহ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরে নিয়োগপত্র জারি করিবে। যোগদানের জন্য প্রার্থীকে	৭ (৫)। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর নাম প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্ধারিত মাসিক সেবামূল্য ও চুক্তিনামার শর্তাবলী সাপেক্ষে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে যোগদানের অনুরোধ জানাইয়া তফসিলে বর্ণিত চুক্তিনামার নমুনাসহ নিয়োগপত্র জারি করিবেন। যোগদানের জন্য প্রার্থীকে নিয়োগপত্র জারির তারিখ হইতে কমপক্ষে ১ (এক) সপ্তাহ সময় দিতে হইবে। ১ম জন যোগদান না করিলে মাননীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে অপর ০২ (দুই) জনের মধ্য হইতে ০১ (এক) জনকে এবং ২য় জনও যোগদান না করিলে অনুরূপভাবে ৩য় জনকে নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। নিয়োগ আদেশে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুসারে সেবামূল্য ও আনুষাংগিক সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করিতে হইবে।